রমযানের ভালবাসা অব্যাহত রাখুন!

13-April-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖن ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا رَاضِيًا، فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ অর্থাৎ যার এটা পছন্দ যে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় আল্লাহ পাক তার উপর সন্তুষ্ট থাকুক তার উচিত আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। **(কানযুল উমাল, ১/২৫৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল বিদা আল বিদা মাহে রমযান...!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু দিন পূর্বেরই কথা, আশিকানে রমযান অপেক্ষায় ছিলো যে, রমযানুল মুবারক আগমন করবে ✶ রমযানুল মুবারকের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিলো ✶ প্রস্তুতকারী নিজের নেক আমলের রুটিন প্রস্তুত করছিলো ✶ রমযানুল মোবারক কিভাবে অতিবাহিত করতে হবে? এটার জন্য আগাম লক্ষ্য নির্ধারণ করা হচ্ছিলো ✶ আশিকানে রমযানের মনে ব্যাকুলতা ছিলো ✶ অতঃপর আল্লাহ পাকের দয়ায়, তাঁর অনুগ্রহে একটি দিন আসলো ✶ আত্মাকে শীতলকারী একটি আওয়াজ কানে আসলো: মুবারক হোক! মাহে রমযানের চাঁদ দেখা গিয়েছে ✶ এই সংবাদটি শুনতেই হৃদয় খুশিতে মেতে উঠলো

✶ মসজিদ সমূহে বাহার এসে গেলো ✶ তিলাওয়াতের আগ্রহী ব্যক্তিরা তিলাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে গেলো ✶ সাহরী ও ইফতারের শোভা বয়তে লাগলো ✶ দেখতে দেখতেই রহমতের দশদিন তার বরকত ছড়িয়ে দিয়ে তাশরিফ আনলো ✶ এরপর মাগফিরাতের দশদিন শুরু হলো ✶ সৌভাগ্যবানদের রহমান ও রহীম মাওলার দরবার থেকে ক্ষমার উপহার নসীব হলো ✶ রমযানুল মুবারকের গুরুত্ব প্রদানকারীরা মাগফিরাতের দশদিনের বরকত অর্জন করেছে ✶ অতঃপর দ্রুত মাগফিরাতের দশদিনও বিদায় নিলো ✶ এর সাথে সাথে জাহান্নাম থেকে মুক্তির দশদিন এসে গেলো ✶ ইতিকাফকারীরা উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মসজিদের দিকে চলে গেলো ✶ ইতিকাফের উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়লো ✶ হায়! এখন মাহে রমযানের শেষ দশদিনও সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, হায়! অতিশীঘ্রই কিছু দিনের মধ্যেই মাহে রমযান আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিবে।

বিদায়ী জুমার বয়ানে প্রাণ দিয়ে দিলো

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি মাহে রমযানের বিদায়ী জুমার দিন হযরত মানসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাহফিলে উপস্থিত হলাম, তিনি রমযান শরীফের রোযার ফযীলত, রাতে ইবাদত ও একনিষ্ঠতার সাথে ইবাদতকারীর জন্য যেই প্রতিদান রাখা হয়েছে সেই ব্যাপারে বলছিলেন, এ রকম মনে হচ্ছিলো যেন তাঁর বয়ানের প্রভাব কঠিন পাথর থেকে আগুন বের হচ্ছে কিন্তু তাঁর মাহফিলে না কেউ কথা বলেছে, আর না কেউ নিজের গুনাহের উপর তিরস্কার করেছে, যখন তিনি মাহফিলের এই অবস্থা দেখলেন তখন বললেন: হে লোকেরা! নিজের গুনাহের ব্যাপারে

অবগত হয়ে কোন ক্রন্দনকারী কি নেই? ★ এটা কি তাওবা ইস্তিগফারের মাস নয়? এটা কি ক্ষমা ও মাগফিরাত (অর্থাৎ ক্ষমা পাওয়ার ও ক্ষমা হয়ে যাওয়ার) মাস নয়? ★ এই মোবারক মাসে কি জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় না? ★ এই মাসে কি জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়না? ★ এই মাসে কি শয়তানকে বন্দী করা হয়না? রমযানের এই মাসে কি নিয়ামত ও দয়ার বৃষ্টি হয়না? ★ এই বরকত সম্পন্ন মাসে কি আল্লাহ পাক তাজাল্লী দেন না? ★ এই মোবারক মাসে কি প্রতি রাতে ইফতারের সময় ১০ লক্ষ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়না? ★ তোমাদের কি হয়েছে এই মহান সাওয়াব থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখছো এবং গুনাহের পোশাক পরিধান করে বসে আছো (অর্থাৎ আমল করছো না আর গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছো।) আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَفَسِحْرٌ هٰذَاۤ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ

(পারা: ২৭, সূরা তুর, আয়াত: ১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে কি এটা যাদু? না তোমরা দেখতে পাচ্ছো না।

এরপর তিনি বললেন: সকলেই আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাওবা করো! তাঁর এই প্রভাব সম্পন্ন বাণী শুনে উপস্থিত সকলে উচ্চ আওয়াজে চিৎকার চেঁচামেচি ও কান্না করতে লাগলো, এরই মধ্যে এক যুবক কান্নারত অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেলো আর বলতে লাগলো: হে সায়্যিদি! (অর্থাৎ হে আমার আক্বা!) বলুন! আমার রোযা কি কবুল হয়েছে? রমযানের রাতে আমার ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করাটা কবুল হওয়া ইবাদত গুজার কারীদের সাথে কি লিখা হবে? কেননা আমার মাধ্যমে অনেক গুনাহ সম্পাদিত হয়েছে, আমি তো আমার সারা জীবন অবাধ্যতার মধ্যে নষ্ট করে দিয়েছি, হায়! আমি আযাবের দিনের ব্যাপারে উদাসীন

ছিলাম, হযরত মানসুর বিন আম্মার رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হে যুবক! আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা করো, কেননা তিনি কুরআনে করীমে ইরশাদ করেছেন:

وَاِنِّیۡ لَغَفَّارٌ لِّمَنۡ تَابَ

(পারা: ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত: ৮২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিঃসন্দেহে আমি খুবই ক্ষমাকারী হই, যে তাওবা করেছে।

অতঃপর হযরত মানসুর বিন আম্মার رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ ক্বারী সাহেবকে এই আয়াতটি পাঠ করার হুকুম দিলেন:

وَهُوَ الَّذِیۡ یَقۡبَلُ التَّوۡبَۃَ عَنۡ عِبَادِهٖ وَ یَعۡفُوۡا عَنِ السَّیِّاٰتِ وَ یَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُوۡنَ

(পারা: ২৫, সূরা শূরা, আয়াত: ২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তিনিই হন, যিনি আপন বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও পাপসমূহ ক্ষমা করেন,এবং জানেন যা কিছু তোমারা করো।

ঐ যুবক এই আয়াতটি শুনে জোরে একটি চিৎকার দিলো আর বলল: আমার সৌভাগ্য যে, আল্লাহ পাকের দয়া আমার নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে রইলো কিন্তু তারপরও আমি নাফরমানী বৃদ্ধি করতে রইলাম এবং ভুল রাস্তা থেকে ফিরে আসলাম না। অতিবাহিত করা স্থানে কি অন্য কোন সময় হবে যেটাতে আল্লাহ পাকের আনুগত্য করবো? অতঃপর পুনরায় চিৎকার দিলো এবং তার রূহ মাটির দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেলো (অর্থাৎ সেই যুবক ইন্তেকাল করলো)।

আল্লামা হারিফাইশ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হৃদয়গ্রাহী ঘটনা লিখার পর বলেন: হে আমার ভাইয়েরা! মাহে রমযানের বিচ্ছেদে কেনো কান্না করবো না..!! ক্ষমা ও মার্জনার এই মুবারক মাস বিদায় নিচ্ছে, এটার উপর

কেনো আফসোস করবো না! এই মাসের বিদায়ে কেনো চিন্তিত হবেন না কেননা এটাতে গুনাহগারদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি নসীব হয়ে থাকে।

(আর রাওজুল ফায়িক, ৪৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অবশিষ্ট সময়গুলোকে গণিমত মনে করুন...!

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাক আমাদেরকেও মাহে রমযানের ভালোবাসা এবং সেটার দুঃখ নসীব করুক। রমযানুল মুবারকের এখন মাত্র আর কিছু দিন বাকী রয়েছে, আহ! এই মোবারক সময়গুলো খুবই দ্রুত শেষ হয়ে যাবে, মাহে রমযান আমাদেরকে داغِ مُفارقَت (অর্থাৎ বিচ্ছেদের দুঃখ) দিয়ে বিদায় নিবে, এজন্য ঐ মোবারক সময়গুলোকে গণিমত মনে করে খুব তাওবা ও ইস্তিগফার করে নিন, যতো বেশি সম্ভব নেকী করে নিন কেননা আমরা জানি না যে, আমাদের জীবনে দ্বিতীয়বার রমযান আসবে কি আসবে না, সেই ব্যাপারে আমাদের কোন নিশ্চয়তা নেই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কৃতজ্ঞ পাথর

ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন: আল্লাহ পাকের একজন নবী عَلَيْهِ السَّلَام কোথাও যাচ্ছিলেন, তিনি রাস্তায় একটি ছোট পাথর দেখলেন, সেটা থেকে ধারাবাহিক ভাবে পানি বের হচ্ছিলো, বড় পাহাড় থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়াটা স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু ছোট একটি পাথর থেকে পানি বের হওয়া ও ধারাবাহিক ভাবে বের হতে থাকাটা অবাক করার মতো, আল্লাহ পাকের নবী عَلَيْهِ السَّلَام পাথর থেকে পানি বের হওয়াটা দেখে

আশ্চার্য হলেন তখন আল্লাহ পাক ঐ পাথরকে কথা বলার শক্তি দান করলেন, পাথর বলল: হে আল্লাহ পাকের নবী عَلَيْهِ السَّلَام যখন থেকে আমি জানতে পারলাম যে, জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, তখন থেকে আমি আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না করছি, আপনি আমার থেকে যেই পানি বের হতে দেখছেন, এগুলো পানি নয় বরং আমার চোখের অশ্রু। পাথরের এই ব্যথা ভরা কথা শুনে আল্লাহ পাকের নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর দয়া আসলো, তিনি হাত উঠালেন, আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন: হে আল্লাহ পাক! এই পাথরটিকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করো। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তৎক্ষণাৎ অহী প্রেরণ করলেন আমি এই পাথরটিকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিলাম। আল্লাহ পাকের নবী عَلَيْهِ السَّلَام পাথরকে এই সুসংবাদ শুনালেন এবং সামনে অগ্রসর হলেন, যখন পুনরায় ফিরে আসলেন তখন দেখলেন, পাথর থেকে এখনও পানি প্রবাহিত হচ্ছে, আল্লাহ পাকের নবী عَلَيْهِ السَّلَام জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার তো জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবার মিলে গেছে, এখন কি হলো? এখন কেনো কান্না করছো? পাথর বলল: ذٰلِكَ كَانَ بُكَاءَ الْخَوْفِ وَ هٰذَا بُكَاءُ الشُّكْرِ অর্থাৎ পূর্বে আল্লাহর ভয়ে কান্না করছিলাম, এখন কৃতজ্ঞতার অশ্রু প্রবাহিত করছি। **(রিসালা কুশাইরিয়া, ২১৩ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরও রমযানুল করীম নসীব হয়েছে, যদিওবা আমাদের মধ্যে কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না যে মাগফিরাত হয়ে গেছে, অবশ্যই আমাদের মাগফিরাতের অনেক বড় মাধ্যম হয়েছে ✱ মাহে রমযানের প্রতিটি মুহূর্ত বরকত সম্পন্ন ✱ রমযানুল মুবারকে প্রতিদিন ইফতারের

সময় ১০ লক্ষ এমন গুনাহগারদের ক্ষমা হয়ে থাকে, যাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে ✻ আর জুমার দিন তো প্রতিটি মুহূর্তে ১০ লাখ লোককে ক্ষমা করে দেয়া হয়। হায়! আমারাও যেন সেই ক্ষমা প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ক্ষমা ও মাগফিরাতের এমন মাধ্যম দান করেছেন, আমাদের উপর আবশ্যক যে মুখ দিয়েও সেটার শোকরিয়া আদায় করা এবং সাথে সাথে আমলী ভাবেও শুকরিয়া আদায়ের জন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, মাহে রমযান এখন কিছু দিনের মেহমান, খুবই দ্রুত বিদায় নিবে, রমযানের আসল কৃতজ্ঞতা এটাই যে আমরা যেন মাহে রমযানের পরও ইবাদতের এরকম স্পৃহা অব্যাহত রাখি এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে নেকীভরা জীবন অতিবাহিত করি,আল্লাহ পাক আমাদের সামর্থ্য দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কৃতজ্ঞতা কাকে বলে

ইমামুত তায়িফা (অর্থাৎ আউলিয়াদের ইমাম) হযরত জুনাঈদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়স মুবারক ছিলো ৭ বছর, তিনি হযরত সিররি সাকতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে থাকতেন, একদিন হযরত সিররি সাকতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপস্থিত ছিলেন, অন্যান্য লোকও উপস্থিত ছিলো, কৃতজ্ঞতার ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিলো, হযরত সিরসি সাকতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত জুনাঈদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: পুত্র! তুমি বলো! কৃতজ্ঞতা কি? হযরত জুনাঈদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: اَنْ لَّا تَعْصِىَ اللهَ بِنِعْمَةٍ অর্থাৎ নিয়ামতের বদলায় আল্লাহ পাকের নাফরমানী না করা, এটাই হলো কৃতজ্ঞতা। **(রিসালা কুশাইরিয়া, ২১২ পৃষ্ঠা)**

বুঝা গেলা আসল কৃতজ্ঞতা তো এটাই যে বান্দা নিয়ামত প্রাপ্ত হলে তখন গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ পাকের অনুগত হবে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাহে রমযানের নিয়ামতের উপর খুব বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার, রমযানের পরও রমযানের স্পৃহা অব্যাহত রাখার এবং নেকী ভরা জীবন অতিবাহিত করার সামর্থ্য দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নেককার লোকদের একটি দোয়া

আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে বুদ্ধিমান ও নেককার লোকদের একটি দোয়ার কথা বর্ণনা করেছেন, ইরশাদ হচ্ছে:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

(পারা: ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক! আমার অন্তর বক্র করো না এরপর যে, তুমি হেদায়ত দান করেছো এবং আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে রহমত দান করো, নিশ্চয় তুমি হও মহান দাতা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه রমযান মাসে অন্তর হেদায়ত পেয়ে থাকে ☆ নামাযীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ☆ তিলাওয়াতকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে ☆ তারাবীহ ☆ ইতিকাফ ☆ সদকা ☆ খয়রাত ☆ মুসলমানদের কল্যাণকর অন্যান্য নেকী বৃদ্ধি হয়ে থাকে, নিশ্চয় এগুলো হেদায়তই, এখন আমাদেরও উচিত আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা এবং বেশি বেশি অন্তরের অন্তস্থল থেকে এই দোয়াগুলো করতে থাকা যে, হে আল্লাহ পাক! রমযান মাসে হেদায়তের নূর নসীব হয়েছে, নেকীর স্পৃহা বৃদ্ধি হয়েছে,

নামাযের তাওফিক হয়েছে, হে আমাদের প্রিয় মাওলা! আমাদের উপর দয়া করো, যা গুনাহ হয়েছে, জানা অজানা যতো গুনাহ সংগঠিত হয়েছে তা ক্ষমা করে দাও এবং রমযান মাসে যেসব ইবাদতের স্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছে, এতে আরও উন্নতি ও স্থায়িত্ব নসীব করো।

আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে থাকলে তো দয়া اِنْ شَآءَ الله দয়া হবে, নেকীর উপর স্থায়িত্বও নসীব হয়ে যাবে।

রমযানুল করীমের একটি উদ্দেশ্য: নফসে আম্মারার সংশোধন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক রমযান মাসে রোযা কেনো ফরয করেছেন, ওলামায়ে কেরাম এটির অনেক হিকমত লিখেছেন, তার মধ্য হতে একটি হিকমত হলো রোযা রাখার বরকতে নফসে আম্মারার সংশোধন হয়ে থাকে এবং তাকওয়ার সামর্থ্য মিলে থাকে।

আমাদের দুইজন বড় শত্রু রয়েছে: (১) শয়তান (২) নফসে আম্মারা। মাহে রমযানে শয়তানকে বন্দী করা হয়, বাকী রইলো নফসে আম্মারা তাকে দূর্বল করার জন্য আমরা রোযা রেখে থাকি, ক্ষুধা লাগে, পিপাসা লাগে, তারপরও আমরা আহার করিনা, সাহরী খাওয়া থেকে শুরু করে ইফতার পর্যন্ত নফসে আম্মারার আকাঙ্ক্ষা থেকে বাধা প্রদান করে, এর দ্বারা নফসে আম্মারার মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং সেটার সংশোধন হয়ে থাকে।

বুঝা গেলো রমযানুল মুবারকের উদ্দেশ্যের মধ্য হতে একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নফসে আম্মারার সংশোধন, সুতরাং রমযানের স্পৃহা অব্যাহত রাখার জন্য জরুরী হলো আমরা যেন রমযানুল করীমের পরও নফসে আম্মারার সংশোধনের উপর মনোযোগ দিই।

নফসে আম্মারার সংশোধনের পদ্ধতি

হযরত শায়খ ফরিদ উদ্দীন আত্তার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নফসকে আয়ত্বে আনার জন্য তিনটি হাতিয়ার প্রয়োজন: (১) নিরবতার খঞ্জর (ছুরি) (২) ক্ষুধার তলোওয়ার (৩) নির্জনতার হাতিয়ার। এই তিনটি হাতিয়ার থাকলে তো নফসে আম্মারাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেটার সংশোধন করা যেতে পারে। **(পন্দ নামা আত্তার, ২৫ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে রাসূল! যদি আমরা অবশিষ্ট **১১** এগার মাসেও রমযানের স্পৃহা অব্যাহত রাখতে চাই তাহলে এই তিনটি কাজকে স্থায়ীভাবে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নিন। নাম্বার **১**: নিরবতার খঞ্জর।

নিরবতার ফযীলত

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে বান্দা আল্লাহ পাক ও আখিরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে, তার উচিত যে ভালো কথা বলা ও নিরব থাকা। **(বুখারী, ১৫৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪৭৫)**

হযরত আসওয়াদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাহাবীয়ে রাসূল, তিনি বলেন: আমি আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে উপদেশ দিন! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশদা করলেন: তুমি কি তোমার মুখকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে? আমি বললাম: যদি আমি আমার মুখকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারি তাহলে আর কোন জিনিসটিকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবো? রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কি তোমার হাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে? আমি পুনরায় বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি আমি আমার হাতকেও নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি তবে কোন জিনিসকে নিয়ন্ত্রণে

রাখবো, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ব্যস নিজের মুখ দিয়ে ভালো কথাই বলো এবং তোমার হাত কল্যাণ ব্যতীত অন্য দিকে যেন না অগ্রসর না হয়। **(মু'জামে কবীর, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২১৮, হাদীস: ৮১৬)**

হযরত আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: করীম নবী, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বান্দার ঈমান সঠিক হয় না, যতক্ষণ না তার অন্তর সঠিক হয়,আর বান্দার অন্তর সঠিক হতে পারে না, যতক্ষণ না তার মুখ ঠিক হয়ে যায়। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪৩২, হাদীস: ১২৮৯৭)**

মুখ হলো বিষাক্ত সাঁপের মতো

সর্বমোট প্রায় ১৮ হাজার জগত রয়েছে, তার মধ্যে স্বপ্নও একটি জগত, যেটাকে স্বপ্নের জগত বলা হয়, স্বপ্নের জগতে আমাদের মুখ থেকে বের হওয়া শব্দাবলিকে সাঁপের আকৃতিতে দেখানো হয়ে থাকে, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শি অনেক বড় ইমাম,ইমাম ইবনে সিরিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তিনি বলেন: যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে তার মুখ থেকে সাঁপ বের হলো তাহলে সেটার ব্যাখ্যা হলো ঐ বান্দার মুখ থেকে এমন শব্দ বের হয়েছে, যেটা তার জন্য জীবনের হুমকি হয়ে যাবে। **(তা'বির রুইয়া: পৃষ্ঠা: ৪১৪)**

اَللهُ! اَللهُ! হে আশিকানে রাসূল! অনুমান করুন! সাঁপ হলো বিষাক্ত প্রাণি, তেমনিভাবে আমাদের মুখও ভয়ংকর অঙ্গ, মুখকে ৩২টি দাঁতের পাহারার মধ্যে রাখা হয়েছে, তা সত্বেও সে নিয়ন্ত্রণে থাকে না, যখন এই বিষ ছড়িয়ে পড়ে তখন শুধুমাত্র প্রাণই নয় বরং অনেক সময় ঈমানেরও কঠিন ক্ষতি সাধন করে।

একটি ভুল শব্দের ক্ষতি

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: লোক (নেকী করতে গিয়ে) জান্নাতের নিকটবর্তী হয়ে যায়, খুবই নিকটবর্তী হয়ে যায়, এই পর্যন্ত যে তার এবং জান্নাতের মধ্যবর্তী এক গজ দূরত্ব রয়ে যায়, অতঃপর ঐ বান্দা তার মুখ দিয়ে এমন একটি শব্দ বের করে, যেটার কারণে তাকে জান্নাত থেকে দূর করে দেয়া হয়।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, খন্ড: ৪৬৯, হাদীস: ২৩৮৪৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মুখ কেমন ভয়ংকর জিনিস, আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুখের হেফাযত নসীব করুক, নফসে আম্মারার সংশোধনের জন্য প্রথম হাতিয়ার যেটা প্রয়োজন সেটা হলো: নিরবতার হাতিয়ার, নিরবতা অবলম্বন করুন, মুখের সঠিক ব্যবহার করুন, বলার পূর্বে চিন্তা করার অভ্যাস করুন, اِنْ شَآءَ الله নফসে আম্মারার সংশোধন হবে এবং রমযানের স্পৃহা অব্যাহত থাকবে।

ক্ষুধার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নফসে আম্মারার সংশোধনের জন্য দ্বিতীয় হাতিয়ার হলো: شمشیر (অর্থাৎ ক্ষুধার তলোওয়ার। ইমাম গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: اَلْجُوْعُ رَاْسُ مَالِنَا অর্থাৎ ক্ষুধা হলো আমাদের মূলধন, উদ্দেশ্য এঁটা যে, আমাদের আউলিয়ায়ে কেরামদের যেই মর্যাদা, নিরাপত্তা, ইবাদতে স্বাদ ও কল্যাণকর ইলম অর্জিত হতো, এসবকিছু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ক্ষুধা সহ্য করার কারণেই অর্জন হতো, **(মিনহাজুল আবেদীন, ২২৯ পৃষ্ঠা)** ক্ষুধা হলো আল্লাহ পাকের ভান্ডারসমূহ থেকে একটি ভান্ডার, যেটা আল্লাহ পাক শুধুমাত্র তাঁর পছন্দনীয় বান্দাদেরকেই দান করে থাকেন।

(ইহয়াউল উলুম, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১০৭)

হে আশিকানে রাসূল! যেমনিভাবে আমরা রমযান মাসের রোযা পালন করে দিনভর ক্ষুধা পিপাসা সহ্য করে থাকি, রমযানের স্পৃহা অব্যাহত রাখার জন্য রমযান মাসের পরও ক্ষুধা পিপাসা সহ্য করি তবে اِنْ شَآءَ الله নফসে আম্মারা দূর্বল হয়ে পড়বে এবং তাকওয়া নসীব হবে।

নফল রোযার ফযীলত ও উপকারীতা

ক্ষুধার বরকত অর্জন করার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো রোযা, প্রচেষ্টা চালিয়ে রমযান মাসের পরও নফল রোযা রাখার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা যায় তবে اِنْ شَآءَ الله সারা বছর রমযানের স্পৃহা অব্যাহত থাকবে।

নফল রোযার ২টি ফযীলত

(১) যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য একদিন নফল রোযা রাখলো তবে আল্লাহ পাক তার ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি দ্রুতগামী বাহনের ৫০ বছরের দূরত্ব পর্যন্ত দূরে করে দিবেন। **(কানযুল উমাল, অংশ: ৮, পৃষ্ঠা: ২৫৫, হাদীস: ২৪১৪৯)** (২) হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: আমি আরজ করলাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে এমন আমলের কথা বলুন যেটার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবো। ইরশাদ করলেন: রোযা রাখাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও কেননা সেটার মতো কোন আমল নেই। বর্ণনাকারী বলেন: হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর ঘরে দিনের সময় মেহমান আসা ছাড়া কখনো ধোঁয়া দেখা যায়নি (অর্থাৎ তিনি দিনে খাবারই খেতেন না বরং রোযা রাখতেন)। **(সহীহ ইবনে হিব্বান, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৭৯, হাদীস: ৩৪১৬)**

শাওয়ালের ছয় রোযা রাখার ৩টি ফযীলত

নবজাতক সন্তানের মত গোনাহ থেকে পবিত্র

(১) যে রমযানের রোযা রাখলো অতঃপর ৬দিন শাওয়াল মাসের রোযা রাখলো তবে (সে) গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলো যেন সে আজই মায়ের পেট থেকে জন্ম নিলো।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪২৫, হাদীস: ৫১০২)

(সে যেন) জীবনভর রোযা রাখলো

(২) যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো অতঃপর সেগুলোর পর ৬দিন শাওয়ালের রোযা রাখলো, তবে (সেগুলো) এমন যেন সে দাহর (অর্থাৎ সারা বছর) রোযা রাখলো। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৪২৪, হাদীস: ১১৬৪)**

সারা বছর রোযা রাখলো

(৩) যে (ব্যক্তি) ঈদের পর (শাওয়াল মাসে) ৬টি রোযা রাখলো তবে সে (যেন) পুরো বছর রোযা রাখলো, যে ১টি নেকী অর্জন করবে তার ১০টি নেকী মিলবে তবে রমযানের রোযা ১০ মাসের সমান আর এই ৬ দিনের বিনিময়ে ২ মাস তো সারা বছরের রোযা হয়ে গেলো।

(সুনানে কুবরা লিন নাসায়ি, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৩৯, হাদীস: ২৮৭৩ ও ২৮৭৪)

ছয় রোযা কখন রাখবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উত্তম হলো এটা যে,এই রোজা গুলো পৃথক করে করে রাখা তবে ঈদের পর ধারাবাহিক ভাবে ৬ দিনে একসাথে রাখলেও কোন সমস্যা নেই। **(রদ্দুল মুহতার, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪৮৫)**

খলিলে মিল্লাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ খলিল খাঁন কাদেরী বরকতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই রোযাগুলো ঈদের পর ধারাবাহিক ভাবে রাখলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই আর উত্তম হলো এটি যে, পৃথক পৃথক করে রাখা যেমন প্রতি সাপ্তাহে দুইটি করে আর ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিন একটি রোযা রেখে নিন আর পুরো মাসে রাখে তো আরও ভালো বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, **(সুন্নী বেহেশতী জেওর, পৃষ্ঠা: ৩৪৭)** মোটকথা ঈদুল ফিতরের দিন বাদ দিয়ে পুরো মাসে যখনই চায় ছয় রোযা রাখতে পারবে। **(ফয়যানে রমযান, ৩৭১ পৃষ্ঠা)**

কুরআন বুঝার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন!

পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫ তে ইরশাদ হচ্ছে:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ

(পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: রমযানের মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, মানুষের জন্য হিদায়ত ও পথ নির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ।

ওলামায়ে কেরাম বলেন: এই আয়াতে করীমার মধ্যে রমযানুল মুবারকের রোযা ফরয হওয়ার হিকমত বর্ণনা করা হয়েছে, সেই হিকমতটি হলো রমযান মাস হলো ঐ মাস, যেটাতে কুরআনে করীম অবতীর্ণ করা হয়েছে, এখন আল্লাহ পাক এই মুবারক মাসের রোযা ফরয করে দিয়েছেন! এজন্য রোযা রাখার, ক্ষুধা পিপাসা সহ্য করার বরকতে বিবেক সতেজ হয়ে থাকে, সুতরাং কুরআন নাযিলের মাসে রোযা ফরয করা হয়েছে যাতে মানুষ রোযা রাখে, তাদের অনুধাবন শক্তি মযবুত হয় আর সেটার বরকতে কুরআন বুঝা সহজ হয়ে যায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতীয়মান হলো রমযানুল মুবারকের একটি বড় উদ্দেশ্য হলো কুরআনে করীমের সাথে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করা, কুরআন মজিদ পাঠ করা, সেটাকে অনুধাবন করার খুব বেশি বেশি চেষ্টা করা। এজন্য যদি আমরা রমযানের স্পৃহা অব্যাহত রাখতে চায় তবে আমাদের উপর আবশ্যক যে আমরা মাহে রমযানের পরও যেন কুরআনে করীম পাঠ করি, সেটাকে বুঝা এবং সেটার সাথে নিজের সম্পর্ক মযবুত রাখি। যদি আমরা রমযানের পরও নিজের সম্পর্ক মযবুত রাখতে সফল হয়ে যায় তবে আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে আশা করা যায় যে اِنْ شَآءَ الله রমযানের স্পৃহাও অব্যাহত থাকবে, নেকীর সামর্থ্যও মিলতে থাকবে, অন্তরও আলোকিত হবে এবং নফসে আম্মারার সংশোধনের মাধ্যমও হতে থাকবে, আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আমল করার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে রাসূল! দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে দেশে ও বহিঃবিশ্বে পরিচালিত জামেয়াতুল মদীনার মধ্য হতে নিকটবর্তী যেকোন জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে যান, রমযানুল মুবারকের পরও اِنْ شَآءَ الله দরসে নিযামীর নতুন ক্লাস শুরু হবে, জামেয়াতুল মদীনার ভর্তি শুরু হয়েছে, সাহস করুন, জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে যান, দরসে নিযামী অর্থাৎ আলিম কোর্স করে নিন, কুরআন মজিদও বুঝে আসবে, এটার পাশাপাশি বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, ফাতাওয়ায়ে শামী, ইহয়াউল উলুম, ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ ইত্যাদি ইলমে দ্বীনের বড় বড় কিতাবাদির পাঠকারী হয়ে যাবেন শুধুমাত্র তাই না বরং অপরকেও শিক্ষাদানকারী হয়ে যাবেন। দরসে নিযামী অর্থাৎ আলিম কোর্স ৮ বছরের কোর্স, যদি এতোটুকু সময় দিতে না পারেন, ব্যস্ততা থাকে, পারিবারিক

সমস্যা হয় তবে কোন বিষয় না, অনলাইন জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে যান, ঘরে বসেই দরসে নিযামী করুন,আল্লাহ পাক আমল করার সামর্থ্য দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সিরাতুল জিনান পড়ার ও এপ্লিক্যাশন ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহ

হে আশিকানের রাসূল! আজকাল টেকনোলোজির যুগ, প্রায় প্রত্যেকজনের হাতে এন্ড্রোরেট বা আইফোন মোবাইল তো থাকেই, اَلْحَمْدُ لِلّٰہ দা'ওয়াতে ইসলামী আমাদেরকে মোবাইলের মাধ্যমেও ইলমে দ্বীন শিখার ও নেকীর দা'ওয়াত দেয়ার ব্যবস্থা করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ দা'ওয়াতে ইসলামীর আইটি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে একটি মোবাইল এপ্লিক্যাশন চালু করা হয়েছে, যেটার নাম: **Quran with Tafseer** (আল কুরআন তাফসীরসহ)। এই এপ্লিক্যাশনটি **Android** এবং **IOS** উভয় ডিভাইস থেকে ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবে, এই এপ্লিক্যাশনে ★ পরিপূর্ণ কুরআনে করীম ★ আ'লা হযরত, আক্বায়ে নিয়ামত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর লিখিত কুরআনের অনুবাদ কানযুল ঈমান ★ বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী অত্যন্ত সহজ অনুবাদ, তরজুমায়ে কানযুল ইরফান এবং ★ সহজ সাবলীল ভাষায় লিখা হয়েছে, উর্দু ভাষায় সবচেয়ে আধুনিক **(Latest)** তাফসীর হলো সিরাতুল জিনান। আপনি যেখানে থাকেন না কেন এই এপ্লিক্যাশনের সাহায্যে কুরআনে করীম অনবুাদ ও ব্যাখ্যা সহকারে খুবই সহজে বুঝতেও পারবেন এবং সাথে সাথে কুরআনের আয়াতগুলো, অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেইসবুক ইত্যাদিতে নিজের বন্ধুদের শিয়ারও করতে পারবেন। প্রথমে **play store** থেকে এই এপ্লিক্যাশনটি আপনার মোবাইলে

ইনস্টল করে নিন, ইলমে দ্বীন শিখুন এবং অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়ে নেকীর দা'ওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দেয়ার সাওয়াব অর্জন করুন।

নেক আমল নাম্বার ২৪ এর প্রতি উৎসাহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেককার হতে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে এবং সেটার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, যেলি হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে অংশগ্রহন করুন। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দেয়া উপহার ৭২ নেক আমল নামক পুস্তিকাটি পূরণ করার অভ্যাস করে নিন। এই "৭২ নেক আামল" এর মধ্য থেকে একটি নেক আমল হলো ২৪ নাম্বার তা হলো: আপনি আজ কমপক্ষে একটি দ্বীনি দরস (মসজিদ, দোকান, বাজার ইত্যাদিতে যেখানেই সুযোগ হয়েছে) দিয়েছেন বা শুনেছেন? اِنْ شَآءَ الله এই নেক আমলের উপর আমল করার বরকতে নামাযের প্রতি যত্নশীল হওয়া নসীব হবে, মসজিদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে যেমনিভাবে রমযানের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, ইলমে দ্বীন বৃদ্ধি পাবে এমনকি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে ও নেকী করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। আপনারা সকল আশিকানে রাসূল মাদানী কাফেলায় সফর করুন এবং নেক আমলের রিসালা পূরণ (ঋরষষ) করে প্রত্যেক মাসের শুরুতে নিজের যিম্মাদেরকে জমা করানোর অভ্যাস করুন, আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুক। اٰمِين

আয়িম্মায়ে মাসাজিদ বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামী নেকীর দাওয়াত ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ৮০টির চেয়েও অধিক বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে, এগুলোর

মধ্য হতে একটি বিভাগ হলো “আয়িম্মায়ে মাসাজিদ” যেটা মসজিদ আবাদের জন্য ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের নিয়োগের কাজ করে থাকে এবং তাদের খিদমত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত বেতনও নির্ধারণ করে থাকে, যাতে এই ইসলামী ভাইয়েরা পারিবারিক পেরেশানী থেকে মুক্ত হয়ে খুব বেশি বেশি নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে থাকেন। মসজিদসমূহ আবাদ করার ক্ষেত্রে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা’ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ওলামায়ে কিরাম, ফজরের নামাযের জন্য ঘুম থেকে ডেকে দেয়া, একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জামাআত সহকারে নামায আদায়ের প্রতি তাকিদ, ফয়যানে সুন্নাতের দরস, ফজরের নামাযের পর তাফসীর শুনার হালকায় অংশ গ্রহণ এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলার বরকতে মসজিদসমূহ আবাদ রাখেন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মসজিদের সাথে ভালোবাসা পোষণ করে, আল্লাহ পাক তাকে ভালোবাসেন। **(মু’জাম আওসাত, ৪/৪০০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৩৮৩)** হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাব্বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: মসজিদের প্রতি ভালোবাসা, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য তাতে ইতিকাফ করা, নামায,আল্লাহ পাকের যিকির এবং শরয়ী মাসআলা শিখা ও শিখানোর জন্য বসে থাকার অভ্যাস করা এবং আল্লাহ পাকের ঐ বান্দার সাথে ভালোবাসা পোষণ করা এরকম যে, আল্লাহ পাক তাকে নিজের রহমতের ছায়া দান করেন এবং তাকে নিজের হেফাযতে রাখেন। **(ফয়যুল কাদির, ৬/১১২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাওয়াক্কুল ও অল্পতুষ্টির মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আস্থা ও অল্পতুষ্টির ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে ২টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন: (১) ইরশাদ করেন: অল্পতুষ্টি হলো কখনো শেষ না হওয়া একটি ভান্ডার। **(আযযুহদুল কবির, ৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৪)** (২) ইরশাদ করেন: নিশ্চয় সফল হয়ে গেলো ঐ ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে পর্যাপ্ত রিযিক দেয়া হলো আর আল্লাহ পাক তাকে যা কিছু দিয়েছেন তার উপর অল্পতুষ্টিও দান করেছেন। **(মুসলিম, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪২৬)** ✸ মানুষের যা কিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মিলে যায় সেটার উপর সন্তুষ্ট থেকে জীবন অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে লোভ ও লালসা বর্জন করে দেয়াকে অল্পতুষ্টি বলে। **(জান্নাতী জেওর, ১৩৬ পৃষ্ঠা)** ✸ প্রতিদিনের ব্যবহৃত জিনিস না পাওয়ার উপর রাজি থাকাটাই অল্পতুষ্টি। **(আত তা'রিফাত লিল জুরজানী, ১২৬ পৃষ্ঠা)** ✸ তায়াক্কুলের তিনটি স্তর রয়েছে: (১) আল্লাহ পাকের সত্তার উপর ভরসা করা (২) তার হুকুমের সামনে নত স্বীকার করা। (৩) নিজের প্রতিটি কাজ তার উপর সোপর্দ করে দেয়া। **(রিসালা কুশাইরিয়া, ২০৩ পৃষ্ঠা)** ✸ দুনিয়াবী জিনিসের উপর অল্পতুষ্টি ও ধৈর্যধারণ করা ভালো কিন্তু পরকালের বিষয়ে লোভ ও অধৈর্য উত্তম, দ্বীনের কোন মর্যাদায় পৌঁছে অল্পতুষ্টি না হয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করো। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১১২ পৃষ্ঠা)**

ঘোষণা

তাওয়াক্কুল ও অল্পতুষ্টির অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে সুতরাং সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।